OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 703 - 708
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কালীঘাটের পট ও পটুয়া : লোকশিল্পের নন্দনতত্ত্ব

উৎকলিকা সাহু
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ, কলকাতা
Email ID: utkalika.sahoo86@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Kalighat Paintings, Patuas, Folk Aesthetics, Bengali Art, Urban Folk Culture, Colonial Bengal, Visual Narrative, Social Satire.

Abstract

Kalighat paintings, emerging in the nineteenth century around the Kalighat temple in Kolkata, represent a significant transformation in the tradition of Bengali folk art. Created by itinerant patuas (scroll painters), these artworks mark a shift from rural narrative scrolls (pats) to urban, single-panel compositions tailored for a growing market of pilgrims and city dwellers. The aesthetic essence of Kalighat paintings lies in their remarkable synthesis of tradition and modernity, characterized by bold lines, minimal background, fluid brushwork, and vibrant yet controlled use of colors. Unlike earlier pat traditions that depicted mythological narratives in sequential formats, Kalighat paintings often focused on singular iconic figures, including deities like Kali, Durga, and Krishna, as well as contemporary social themes. The patuas adapted their art to reflect the changing socio-cultural milieu of colonial Bengal, incorporating satirical and critical representations of babu culture, gender relations, and moral decadence. This fusion of sacred and secular subjects highlights the dynamic and adaptive nature of folk aesthetics. The visual language of Kalighat art is deeply rooted in simplicity and expressiveness. The use of sweeping brushstrokes, rhythmic contours, and exaggerated features contributes to a sense of immediacy and emotional appeal. The absence of intricate detailing or elaborate backgrounds directs the viewer's attention to the central figure, thereby enhancing its symbolic significance. This stylistic economy is not merely a technical choice but an aesthetic principle that underscores clarity, accessibility, and mass appeal.

Furthermore, Kalighat paintings challenge the rigid distinctions between "high" and "low" art. Although initially dismissed as bazaar art by colonial elites, they are now recognized for their innovative approach and profound cultural commentary. The patuas, as both artists and storytellers, played a crucial role in shaping this aesthetic tradition, blending visual artistry with performative narration.

In conclusion, the aesthetics of Kalighat paintings embody a unique confluence of folk tradition, urban sensibility, and socio-political critique. Their enduring appeal lies in their ability to communicate complex cultural

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

meanings through a deceptively simple yet powerful visual form, making them an essential subject of study in the discourse of Indian folk art.

Discussion

গ্রাম্য সাধারন মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট যে শিল্প তাকে লোকশিল্প বলা হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত কর্মকান্ডকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশ ঘটায় তা সবই লোকজ শিল্প। এক্ষেত্রে শিল্পীর নিজস্ব মনন ও সৃজনশীলতা সহ উদ্ভাবনী কৌশল প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন লোকশিল্প বিদ্যমান। যুগ যুগ ধরে দৈনন্দিন জীবনে নিজস্ব রূপ ও রস দিয়ে তারা লোকায়ত শিল্পগুলিকে নিজের শিল্পের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। বাংলার এই শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি লোকশিল্প হল পটচিত্র। এই পটচিত্রকে কেন্দ্র করে পটুয়ারা বিভিন্ন পটগান ও ছড়ার মাধ্যমে নিজস্ব মাধুরী মিশ্রিত করে। চিরন্তন ঐতিহ্য এর সাথে যুক্ত। সহজ সরল গ্রাম্য মানুষরা পটের মধ্যে তাদের শৈল্পিক মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করেছে এই শিল্প। বহু প্রাচীন সময় থেকেই পটচিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। কলকাতার কালিঘাট ও মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম, সবং পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক যুগেও পটশিল্পের মান ম্লান হয়নি এতটুকুও। যেকোনো অঞ্চলের লোকশিল্পের সাথে সেই ভূ-খন্ডের আবহাওয়া, জলবায়ু, আঞ্চলিক ভূখন্ডের ওতপ্রোত সংযোগ থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুনের আবিস্কার হওয়ার সময় থেকে মানুষের জীবনে পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে খাদ্য অনুসন্ধান, শিকার, আগুনের ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন ধারন করলেও পরে তারা ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করত সেগুলিই লোকশিল্প বলা যেতে পারে। দেওয়াল চিত্র থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার এই প্রক্রিয়াতে মানুষ নিজের কল্পনা ও বোধশক্তিকে ব্যবহার করত। এটাই হল লোকশিল্প। যুগ যুগ ধরে রাজায় রাজায় বা রাজার সাথে প্রজার যুদ্ধ হয়েছে, শহর বা নগরে শাসকদলেরও পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে। লোকশিল্প কিন্তু অবিরাম প্রতিনিয়ত তৈরী হয়েই চলেছে। লোকশিল্প কখনো স্থবির হয়ে যায়নি। আঞ্চলিকতা বা কোনো আইন লোকশিল্পকে রুদ্ধ করতে পারেনি। লোকশিল্পের বহু প্রকারভেদ আছে। যেমন ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প, মাদুরশিল্প, শোলাশিল্প, কাগজের মন্ড শিল্প, সহ আরো অন্যান্য। এর মধ্যে কাগজের মন্ড শিল্পের মধ্যে পটচিত্র সম্পৃক্ত। পটচিত্রকে কেন্দ্র করেই তৈরী হয়েছে পটসংঙ্গীত বা ছড়া। মুখে মুখে তৈরী করা এই সঙ্গীত বা ছড়াও এক প্রকার লোকজ বিষয়।

আদিম যুগ থেকেই মানুষ গুহা জীবনে থাকা কালীন গুহা চিত্র আঁকতো। বিভিন্ন চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। সুতরাং চিত্র অঙ্কনই ছিল লোকশিল্পের প্রথম ধাপ। পট কথার অর্থই হল চিত্র। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে লেখা গ্রন্থগুলি থেকেও জানা যায় যে পট শব্দের অর্থ হল চিত্র। পূর্ববতী ও পরবর্তী বৈদিক যুগেও পট শব্দের অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক ভাষাতে পট শব্দটির অর্থ নিয়ে প্রদ্যোৎ ঘোষ লিখেছেন –

> "The Origin and history of pat painting is unknown. The term pat is found in Vedic Language, meaning mainly cloth. In the sensc of picture the word is found in the Mahabharat (5th century B.C) and Katyana Sutra. The technique of pat painting is discussed elaborately in Arya-Man-Jushriz-Mule Kalpe-an ancient Buddhist text, which has already been translnted in Tibetan and chinise."[১]

ভারতবর্ষে কবে পটচিত্রের আর্বিভাব হয়েছে সে বিষয়ে বিশদে জানা না গেলেও বৌদ্ধর্ধমের পৃষ্ঠপোষকতায় যে এই শিল্পটি উৎপত্তি হয়নি তা বলা যায়। বাংলায় সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে পট আঁকার রীতি অবশ্য পাওয়া গেছে। তবে কবি চন্ডীর লেখা সাহিত্যে পটের কথা পাওয়া গেছে। ভারতের বাংলায় এই পটের প্রচলন বহু যুগ আগে থেকে। কালিদাস ও ভবভূতির নাটকেও পটের উল্লেখ আছে। বিশাখদত্তের রচিত মুদ্রারাক্ষসেও পটের কথা লেখা। তাতে পটুয়াদের 'যমপট্টিক' বলা হয়েছে।[২] যারা পট তৈরী করে তাদের বলা হয় পটিদার। বানভট্টের হর্ষচরিতে যমপট্টিকদের পট প্রদর্শনের বিষয়টি বলা আছে। গুজরাটের 'চিত্রকথী' দের সাথে বাংলার পটুয়াদের সাদৃশ্য আছে। সপ্তম শতকের রচনা বানভট্টের হর্ষচরিত। তাতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেখা যায় রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে হর্ষবর্দ্ধন শিকার থেকে রাজধানীতে ফিরে আসেন। তিনি নগরের প্রবেশ পথে এসে লক্ষ্য করলেন একটি দোকানে ভিড় করে কৌতূহলী বালকরা যমপট্টিক দেখছে। সেই লম্বা লাঠিতে ঝোলানো পট বাম হাতে ধরে যমপট্টিক ডান হাতে শরকাঠি দিয়ে চিত্র দেখাচ্ছেন। যমপট্টিক গাইছেন –

"মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্।।"[৩]

অষ্টম শতকে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকেও যমপট্টের কথা আছে। সেখানে নানা স্থান থেকে চর গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাটলীপুত্রে চানক্যের গৃহে প্রবেশ মুখে আসার পর নাটকের কয়েকটি অংশে সেটি বিবৃত হয়েছে –

"চর – পণমহ জমস্স চলনে কিং কজ্জং দেবএহিং অন্নেহিং।
এসোক্খু অন্নভত্তাণং হরই জীঅং চডপডন্তং।।
অপি চ পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তি গহি আদো।
মাবেই সব্বলোঅং জো তেণ জমেন জীআমো।।
জাব, এদং গেহং পবিসিঅ জমপডং দংসঅন্তো পবিসিঅ গীআইং গাআমি।"[৪]

বাংলার পট যাঁরা আকেন তাদেরকে পটুয়া বলা হয়। এরা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের সম্মিলন বলা চলে। একাধারে নামাজ পড়ে আবার নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে মনে করেন।[৫] এরা নিষাদ জাতির এক শাখা বলে অভিহিত করেছেন বিনয় ঘোষ মহাশয়।[৬] ব্রহ্মন্য ধর্মের আচরন তাদের প্রতি কেমন ছিল তা নিয়ে পন্ডিতরা বলেছেন –

"ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতি তো ব্রহ্মশাপেন ব্রহ্মণানাশ্চত্ত কোপতঃ।। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে লোকশিল্পের নাটকীয় রূপের সামনে ব্রহ্মন্য ধর্ম নিজেকে অসহায় মনে করত।[৭] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কবিকঙ্কন চন্ডীতে লিখেছেন - 'পট পড়িয়া চলে কেহ নগরে নগরে' অর্থাৎ মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদে এই পট শিল্পীরা এখনো ভ্রাম্যমান অবস্থায় তাদের শিল্পকলাকে প্রদর্শন করে।[৮] ব্রহ্মবৈর্বত্ত পুরাণে পুরুষ জাতির উৎপত্তি নিয়ে লোককথা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বকর্মার ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে নয়টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই নয় পুত্র হল মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক, কুম্ভকার, কাংশ্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার। নয় পুত্রের মধ্যে চিত্রকাররা হল পটুয়াদের পূর্বপুরুষ। তারা স্বতন্ত্র চিত্ররীতিকে অবলম্বন করার ফলে ব্রহ্ম শাপে পৃথক জাতিতে পরিনত হয়।[৯] পটুয়া বা চিত্রকরগণ সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভাজন ব্যতীত নিজস্ব পরিচয় ও একাত্মতাবোধের সাক্ষ্য রেখে চলেছে বহুযুগ ধরে।

পটচিত্র মূলত তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা দীঘল পট, জড়ানো পট, চৌকা পট। 'Patas were originally on long stretches of eoarsely woven cotton cloth.[১০] বিভিন্ন চিত্র নিয়ে আঁকা এই দীর্ঘ পটগুলিকে নিয়েই পটুয়ারা গীতিকাব্য রচনা করেন ও নিজস্ব সুর দিয়ে আবৃত্তিও তৈরী করেন। আড়াআড়ি জড়ানো পটকে আড় লাটাই পট ও বলা হয়ে থাকে। এক থেকে দেড় ফুট চওড়া ও বারো থেকে পঁচিশ ফুট লম্বা পটে কোন একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে খোপগুলির মধ্যে চিত্র বিন্যাস করা হয়। কাগজের জোড়া অংশটির পিছনে কাপড় চিটিয়ে দিয়ে কাগজটি শক্ত পোক্ত করা হয়। পটটি খুলে দেখানো বা গোটানোর জন্য দুই প্রান্তে বাঁশের কনচি জুড়ে দেওয়া হয়।[১১] 'দীর্ঘ পটের প্রথম চিত্রের উপরি ভাগে সংলগ্ন দন্ডটি বাহিরে থাকে। পট দেখাই বার সময় জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চার পায়ার উপর রাখা হয়, প্রদর্শক পটুয়া বাঁ হাতে উপরিভাগের দন্ডটি তুলিয়া সর্ব্ব প্রথমে প্রথম চিত্রটি খুলিয়া দেখায় ও ডান হাতে অঙ্কিত বিষয়গুলি নির্দেশ করিয়া তাহার কাহিনী সুর সহযোগে বিবৃত করে। তারপর উপরের দন্ডটি ঘুরাইয়া প্রদর্শিত প্রথমচিত্রটি তাহার কাহিনী এই রূপভাবে বিবৃত করে।[১২] পটচিত্র আকাঁর জন্য বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়। রঙগুলি সাধারনত উজ্জ্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। রঙগুলি ঘরোয়া বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে তৈরী করা হয়, গিরিমাটি, কাঠকয়লা, চুন বা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সহজলভ্য বস্তু দিয়ে রঙগুলি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পট চিত্রের বিষয়বস্তুকে মূলত দশটি ভাগে বিভাজন করা হয়ে থাকে। যেমন যাদুপট, ধর্মগুরু বর্ণিত কাহিনী মূলক পট, পৌরানিক কাহিনী মূলক পট, ঐতিহাসিক কাহিনী মূলক পট, সমকালীন ঘটনা মূলক পট, জীবনী বিষয়ক পট, রাজনৈতিক প্রচার মূলক পট, সমাজ সচেতন মূলক পট, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মূলক পট, বৈদেশিক প্রভাব মূলক পট।[১৩] মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ পর্যায়ে লেখা আছে শ্রীকৃষ্ণের পটচিত্র দর্শন করে শ্রীরাধিকা পূর্বরাগের সৃষ্টি হয়েছিল। চন্ডীদাস তাই তাঁর পদে লিখেছেন –

"হাম সে অবলা, সরলা অখলা ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া শাখা দেখলে আনি।।"[১৪]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের রচনায় পটের উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র নাথ তাঁর রচনায় শাজাহান সম্পর্কে লিখেছেন –

"তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।"[১৫]

লোকসাহিত্য এবং বিভিন্ন রচনা উপন্যাসের পটচিত্রের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

গুরুসদয় দত্ত পটশিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি বাংলার পল্লীসমাজ ও লোকসংস্কৃতি এবং লোকশিল্প নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে ১৯৩১ সালে 'বঙ্গীয়-পল্লী-সম্পদ-রক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঐ বছরেই পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীতের সাথে পরিচিত হন। ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতাতে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। এর আনুকুল্যে গণশিল্প প্রদর্শনী করেছিলেন। তিনি বাংলার পটশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করেন।[১৬] বাংলার দুটি গুরুত্বপূর্ন অঞ্চলে পটশিল্প নিজস্ব ধারা বজায় রেখেছে। কলকাতার কালীঘাট ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং এর নয়া গ্রামের পট শিল্পের মধ্যে নতুন আঙ্গিক ও নিজস্ব বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

> "কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার সদূর পল্লীতে–পল্লীতে দীন দরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া শ্রেনীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিক ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে কয়েকটি নির্দশন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তাহাতে বাংলার এই পল্লীবলী পটুয়া শ্রেনীর চিত্র শিল্পে অসাধারন নৈপুন্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।"[১৭]

কালিঘাটের পট বাঙালীর কাছে অতি গর্বের একটি লোকশিল্প। কালিঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে কিছু শিল্পী মানুষ পুতুল, সরা, চাল-চিত্রে ছবি অঙ্কন করতেন। মূলত মন্দিরে পুজো দিতে আসা তীর্থযাত্রীরা ঐ শিল্পকর্মগুলি কিনে নিয়ে যেতেন। বলা হয়ে থাকে যে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকের শুরুতে কালিঘাটের পট আঁকার প্রারম্ভ হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য অঞ্চল থেকে শিল্পীরা এসে এই কালিঘাটকে কেন্দ্র করে বসবাস শুরু করে দেয়।[১৮] শিল্পী যামিনী রায় যিনি নিজে লোকশিল্পের সাথে জড়িত, তিনি কালীঘাটের পট নিয়ে বলেছেন –

> "কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠেছে তখন গ্রামের একদল লোক কালীঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা যদিও গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হল। কারন এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে। শহর বা আশেপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রি করত। এইভাবে নগর জীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুন সে জীবনের ছাপ এতে এসে পড়ল।"[১৯]

কালিঘাটে চৌকশ পটের প্রচলন বেশী হোত। কালক্রমে চৌকশ পটের জন্য কালিঘাটের এই শিল্পকলার প্রসার বৃদ্ধি হচ্ছিল। প্রথম দিকের শিল্পীদের মধ্যে ভাবনা দাস, গোপাল দাস, নীলমণি দাস ও বলরাম দাসের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ব্যবসায়িক কারনে অনেকটা বাধ্য হয়ে ওই পটুয়ারা এখানে দ্রুত লিখন করত কিন্তু এটা না করলে ছবির জগতে কালিঘাটের নাম বিখ্যাত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হোত না হয়তো।[২০] বিদেশীরা কলকাতা ভ্রমনে এসে কালিঘাটের এই চিত্র, পট ক্রয় করে নিয়ে যান এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে তারা দূর গ্রামে গঞ্জের পটচিত্রের প্রতি তখনও সচেতন ছিল না। বর্তমানে অবশ্য সেই অজ্ঞানতা কিঞ্চিৎ মিটেছে। অনেকের মতে কালিঘাটের চৌকো পটের সৃষ্টিকাল ১৮৩০ সালে এবং ১৮৬০ সাল পর্যন্ত। এই শিল্পের ভালো বাজারও ছিল এখানে। সে সময় কলকাতায় অর্থ ও প্রতিপত্তীশালি বাঙালীর উদ্ভব হয়েছিল। এঁরা কেউ ছিলেন সরকারী কর্মচারী, মুৎসুদ্দী, দেওয়ান প্রভৃতি পেশাধারী। এঁদের সন্তানরা ও উত্তর প্রজন্মের মানুষরা বিলাসিতার জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে উঠেছিল।

> "বাবুর চেহারা অদ্ভূত, বিচিত্র ভাঁজ করা ধুতির লম্বা কোঁচা, নক্সা করা কোর্তা, নাগরাই জুতো, টানা টানা লম্বা চোখ, বাবরি চুল ইত্যাদি। এইসব বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন, বারাঙ্গনার কাছে বংশবদ ভাব প্রকাশ, বাবুর ছবির সঙ্গে বিবিদেরও ছবি। বারবনিতাদেরও ছবি দেখা যায় পটে। গোলাপ হাতে গোলাপ সুন্দরী, আলবোলা হাতে তামাকসেবিনী। কেউ বা প্রসাধনরতা, কেউ বা বীনা বাদনরতা-কেউ বা তবলা-বাদিকা; কেউ বা ফিরিঙ্গি কেতায় অভ্যস্তা, সব কিছুতে বিদ্রুপরস মাখানো।"[২১]

কালিঘাটের পটগুলিতে ধর্মীয় চিত্র ফুটে উঠলেও ধর্মনিরপক্ষ পটগুলির ছবিতে বাবু সম্প্রদায়ের কান্ডকারখানা ফুটে ওঠে। প্রথম দিকে এই কালিঘাট ছিল জঙ্গলময় বাঘ ও ডাকাতের অর্তকিত আক্রমনে বিপদসংকুল জায়গা। কিন্তু ১৮০৯ সালে সাবর্ন রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় মন্দিরের সংস্কার করার পর মন্দিরের চারপাশে বাজার বসে ও তীর্থযাত্রীদের আগমন হতে থাকে। এখানে একপ্রকার নগরায়ন সৃষ্টি হয়েছিল বলা চলে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিত্রকর বা ছবি আঁকিয়েরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো কলকাতায় কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে চিত্রকলা চর্চাপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাকে উইলিয়াম আর্চার নাম দেন 'কোম্পানি চিত্রকলা'।[২২] এইভাবেই কলকাতার বাইরে থেকে পটুয়ারদের কালিঘাটে আগমন ঘটে।

অন্যদিকে বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়া গ্রামের পটের নিজস্ব ধারা বর্তমান। এখানকার পট মূলত লোকমুখী হয়ে থাকে। লোকমুখে প্রচলিত গল্পকথাকে অঙ্কন করে তারা বর্ননা করে। এখানকার পটের গল্পগুলি অন্যরকম। গ্রামের প্রতিটি দেওয়ালে ও উঠোনে পটচিত্র দেখা যায়। আগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তারা পট প্রদর্শন করত। পট গান গেয়ে তারা সংসার চালাত।

> "ভোলানাথ ভট্টাচার্য তাঁর একটি নিবন্ধে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের জনগননা দপ্তরের গ্রন্থে সুধাংশু কুমার রায় পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া বসতির যে অমূল্য তালিকা নথিবদ্ধ করেছিলেন তাতে মেদিনীপুরের তেরোটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি আকুবপুর, চৈতন্যপুর, সিরুই, কেশবপুর, দেউলপোতা, ঠেকুয়াচক, সনকাচক, হরিচক, বাসুদেবপুর, কেশববাড়, কুমিরমারা, নাড়াজোল, মাগুরিয়া।"[২৩]

ঠেকুয়াচকের শিল্পীদের পট দেখলে মনে হবে তারা যেনো জাপানী শিল্পীদের দোসর। জাপানী শিল্পীদের মতো এরা তুলির স্পর্শে পট এঁকে থাকে।

ঠেকুয়া চকের পটশিল্প নিয়ে বলা যায় –

> "পটের জমির রং হাল্কা। তার উপর হাল্কা হাতে তুলির টানে পটের উপরে ফিকে নীল রং। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার দিকে ঝোঁক। সকালে শিউলি ঝরার আমেজে যেন পট আগা গোড়া মোড়া।"[২৪]

লোকশিল্প মানুষের বহমান জীবনের কথা বলে চলে। গ্রামের নিজস্ব রসদ সংগ্রহ করে সেটা দিয়েই লোকশিল্পীরা তাদের দ্রব্যাদির দ্বারা শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলে। পটশিল্পের ধারাও এই লোকশিল্পের অঙ্গ। কালীঘাটের পটশিল্প যেমন মন্দির কেন্দ্রিক নগরায়নে সহযোগীতা করেছিল, তেমনি অপর দিকে মেদিনীপুরের পটচিত্রে তারা পল্লীর কথা ও লৌকিক কাহিনী চিত্রায়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। সরকার মেদিনীপুরের এই লোকশিল্পের প্রতি বর্তমানে সজাগ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের তাঁরা যেমন আকর্ষন করছে তেমনি বৈদেশিক পর্যটকদেরও আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 87
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 703 - 708
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লোকসংস্কৃতি বিভাগে পটশিল্প ও পটুয়াদের নিয়ে গবেষনাকর্মও হচ্ছে। এটা সত্যি আশাপ্রদ যে গ্রামীন ঐতিহ্য শহরের জনমানসে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন পোষাক ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পটচিত্রের ছবিও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে আগামী প্রজন্মকে এই পটশিল্প প্রসার ও প্রচার করতে আরো পদক্ষেপ নিতে হবে।

Reference:

১. Ghosh, Prodyot, Kalighat pats : annals and appraisal (1966) P-8, ডঃ দীপকুমার বড় পন্ডা, 'পটুয়া সংস্কৃতি: পরম্পরা ও পরিবর্তন', কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ২৫
২. চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, 'পট', আনন্দগোপাল, সেনগুপ্ত (সম্পা), কলকাতা : লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, ১৩৮০, একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১১০
৩. দত্ত, গুরুসদয়, পটুয়া সংগীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯, পৃ. গ. ১
৪. ত্বদেব, পৃ. ১
৫. চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, চক্রবর্তী, পট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৬. ত্বদেব, পৃ. ১১
৭. ত্বদেব, পৃ. ১১১
৮. দাস বিশ্বাস, প্রকাশ, 'পটচিত্র কথা', https://nandimrial.wordpress.com, পৃ. ১
৯. ত্বদেব, পৃ. ২
১০. Living with Traditions : Tribal and Folk paintings of India, New Delhi: Centre for cultural Resources and Training, 2017, Pg. 94
১১. দাস, প্রভাতকুমার, 'মেদিনীপুরের পট ও পটুয়া', অজিত, মন্ডল (সম্পা), 'পশ্চিমবঙ্গ', বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪, পৃ. ৬২
১২. দত্ত, গুরুসদয়, দত্ত, 'বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য', কলকাতা : ছাতিমবুকস, ২০০০, পৃ. ২
১৩. দে, পূর্বালী, উশ্রী মুখোপাধ্যায়, মৌপিয়া রায়, 'প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পটচিত্র', January-June 2021, vol-2, Issue-1, p-81, https://bkgc.in
১৪. বড় পন্ডা, ডঃ দীপক কুমার বড়, পটুয়া : পরম্পরা ও পরিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১৫. ত্বদেব, পৃ. ৯৩
১৬. দত্ত, গুরুসদয়, দত্ত, বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৭. ত্বদেব, পৃ. ৪
১৮. সেন, অঞ্জন, 'কালীঘাটের পট' https://www.srishtisandhan.com
১৯. ত্বদেব
২০. ভট্টাচার্য, ভোলানাথ, 'শিল্প ভাবনা', কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৬০, পৃ. ৫১
২১. বড় পন্ডা, দীপক কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
২২. ত্বদেব, পৃ. ৬৬
২৩. দাস, প্রভাত কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২৪. চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬